Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

নাগরিক সম্মেলন ২০২১

গণতান্ত্রিক সুশাসন ও স্থানীয় উন্নয়ন: তৃণমূল প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা

ঢাকাঃ ১১ মার্চ, ২০২১

সমান্তরাল অধিবেশন ৩

সামাজিক নিরীক্ষা

যুব কর্মসংস্থান

সিবিও প্রতিনিধি

কুড়িগ্রাম, বরগুনা, চট্টগ্রাম, গাইবান্ধা ও নেত্রকোণা জেলার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত

আলোচ্য বিষয়সমূহ

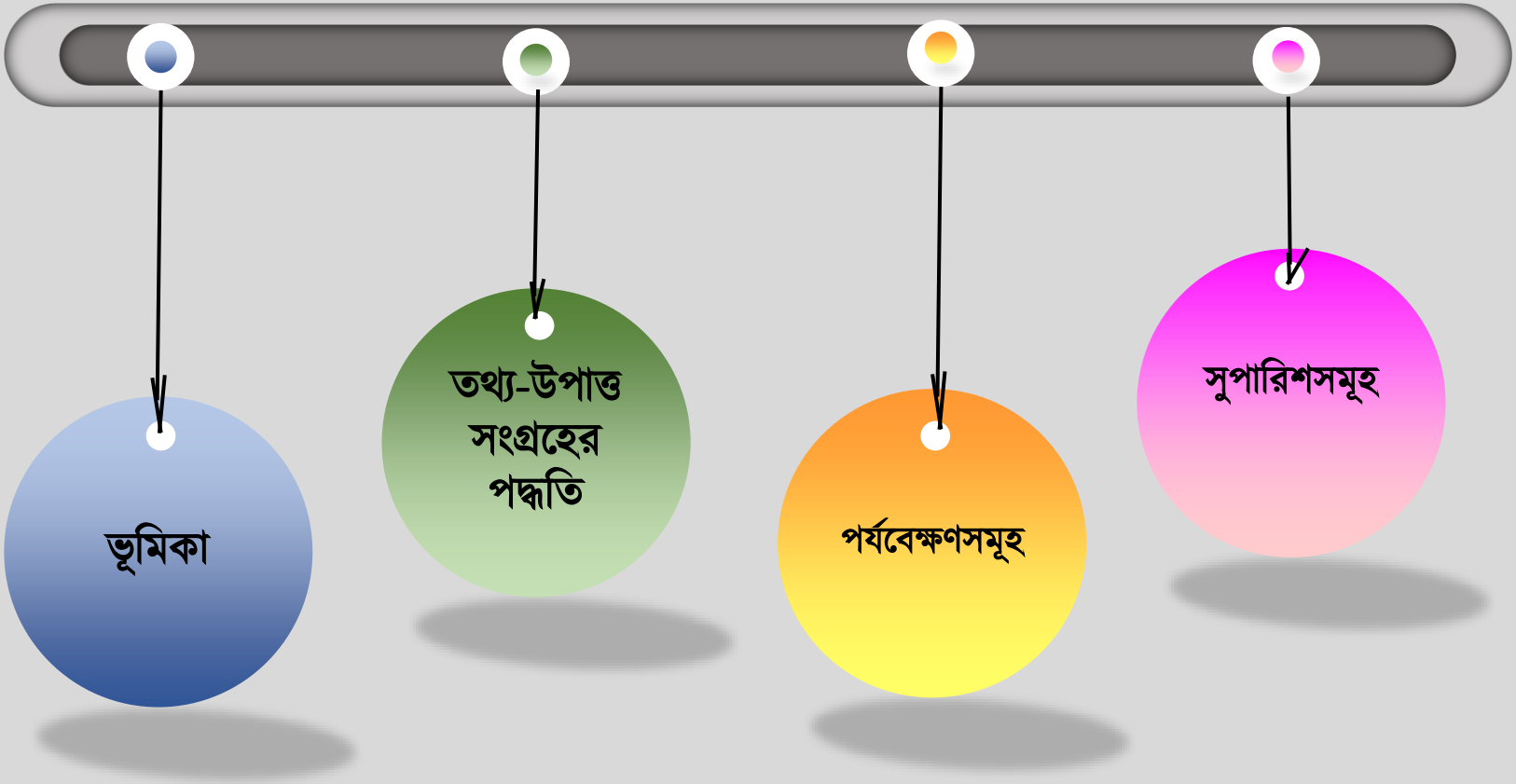

ভূমিকা

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

Funded by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

- বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজি'র অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তভূর্ক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।
- এই প্রকল্পের আওতায় এসজিডি'র ১৭ টি অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৮ টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কাজ করছে এবং এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে সমন্বিত কর্মকৌশল প্রয়োজন।
- বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান বিশেষ করে যুব কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এ সকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে এবং সকলেই তা স্বীকার করে।

Photo: Oxfam in Bangladesh organize such events last year (photo from last conference)

ভূমিকা

- উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সিপিডি ও অক্সফ্যাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় **"গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ"**, শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে
- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্ঞানবর্ধন, সাংগঠনিক এবং নেটওয়ার্কিং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপন্ন এবং প্রান্তিক জনস¤প্রদায়ের এসডিজি সংশ্লিষ্ট সেবার চাহিদা এবং রাষ্ট্রের প্রদানকৃত সেবার মাঝে জবাবদিহিতার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- প্রকল্পটি স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত সেবা প্রদান, সরকারি সেবার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে। তাই সার্বিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বহুল ব্যবহৃত সামাজিক জবাবদিহিতা টুল হিসেবে সামাজিক নিরীক্ষা (social audit) টুলটি নির্বাচন করা হয়েছে

সামাজিক নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য

- সামাজিক নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় এবং জাতীয় নীতিনির্ধারণ, উন্নয়ন অর্থায়ন, সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাগরিক এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর, সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- এছাড়াও, এটি নাগরিক ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সরকারি সেবামূলক কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া দেবার সুযোগ করে দেয়।
- সামাজিক নিরীক্ষার বিষয় হিসেবে যুব কর্মসংস্থান নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত এলাকাসমূহের ভৌগলিক অবস্থান, কর্মসংস্থানের সুযোগ—সম্ভাবনা ও টেকসই জীবিকার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য প্রদানকারী

- সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহ বেশ কয়েকটি সরকারি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

- সুশীল সমাজের প্রতিনিধি: উপজেলা নেটওয়ার্কের সদস্য, স্থানীয় সমাজকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি

- এলাকার যুব প্রতিনিধি

Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

রৌমারি, কুড়িগ্রাম

মোট তথ্যদাতা ১১৬ জন

তথ্যপ্রদানকারীঃ

- সরকারি সেবাপ্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ (৪ জন)
- সুশীল সমাজ প্রতিনিধি (১২ জন)
- সেবাগ্রহণকারী (১০০ জন)

বরগুণা

মোট তথ্যদাতা ১১৫ জন

তথ্যপ্রদানকারীঃ

- সরকারি সেবাপ্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ (০৫ জন)
- সুশীল সমাজ প্রতিনিধি (১০ জন)
- সেবাগ্রহণকারী (১০০ জন)

সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

মোট তথ্যদাতা ১৩৬ জন

তথ্যপ্রদানকারীঃ

- সরকারি সেবাপ্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ (২ জন)
- সুশীল সমাজ প্রতিনিধি (১৪ জন)
- সেবাগ্রহণকারী (১২০ জন)

গাইবান্ধা

মোট তথ্যদাতা ১১৬ জন

তথ্যপ্রদানকারীঃ

- সরকারি সেবাপ্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ (১ জন)
- সুশীল সমাজ প্রতিনিধি (১৫ জন)
- সেবাগ্রহণকারী (১০০ জন)

মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা

মোট তথ্যদাতা ১১৬ জন

তথ্যপ্রদানকারীঃ

- সরকারি সেবাপ্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ (৫ জন)
- সুশীল সমাজ প্রতিনিধি (১৩ জন)
- সেবাগ্রহণকারী (১০০ জন)

পর্যবেক্ষণসমূহ

যুব উন্নয়ন বিষয়ক সেবা সম্পর্কে ধারণা

- ৮০% সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জানান তারা সরকারি সেবা বিষয়ক তথ্য সরকারি নোটিশ, সরকারি কর্মকর্তা এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে যুবদের জানিয়ে থাকেন।
- ৭২% উত্তরদাতা বলেন, যুব উন্নয়ন এবং মহিলা বিষয়ক অফিসের সেবা সম্পর্কে ধারণা আছে কিন্তু বিস্তারিত জানেন না
- ৩৮% বলেছেন, তারা শুধু যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে সেই বিষয়ে জানে, অন্য কোনো সেবা সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই বা তারা জানে না

যুব কর্মসংস্থান সম্পর্কিত সেবার প্রাপ্যতা

- উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায় ১০০% মনে করেন, তারা যুব সবাই নিজেকে যুব কর্মসংস্থানের সেবা পাওয়ার জন্য যোগ্য মনে করেন
- ৭৭% যুব সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু এদের মধ্যে বেশিরভাগই প্রশিক্ষণ শেষে কোনো ধরনের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করতে পারেন নাই বা এই বিষয়ে তাদেরকে কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি।
- ১৪% উত্তরদাতা বলেছে প্রশিক্ষণ সেবা পেতে অনৈতিক আর্থিক লেনদেন করতে হয়েছে; তবে এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুপারিশেরও প্রয়োজন হয়েছে।
- ২৩% উত্তরদাতা বলেছে যে বিষয়ে ঋণ পেয়েছে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে,
- ৩৭% উত্তরদাতা বলেছে যে বিষয়ে ঋণ পেয়েছে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ পায় নাই।

সেবার পর্যাপ্ততা

- ৬৩% উত্তরদাতা বলেছেন প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত ছিলো, ৩৭% বলেছেন পর্যাপ্ত ছিলো না।
- ৪১% উত্তরদাতা বলেছেন প্রশিক্ষণের সময়সীমা কম ছিলো।
- ১৬% বলেছেন প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী ছিলো না, ১৯% বলেছেন হাতে—কলমে শেখানোর সুযোগ কম ছিলো, ১৬% বলেছেন মাঠ পর্যবেক্ষণের সুযোগ ছিলো না এবং ৮% অন্যান্য কারণের কথা বলেছেন।
- ৫০% ঋণ গ্রহীতায় বলেছেন তারা যে পরিমান ঋণ পেয়েছে সেটা চাহিদা তুলনায় কম ছিল।

ব্যবস্থাপনা ও গুণগত মান

- প্রশিক্ষণের গুণগত মান সম্পর্কে ৪৫% উত্তরদাতা বলেছেন খুব ভালো ছিলো, ৪১% উত্তরদাতা বলেছেন ভালো, ৩৭% উত্তরদাতা বলেছেন মোটামুটি এবং ১৩% উত্তরদাতা বলেছেন ভালো না।
- ৫২% উত্তরদাতা বলেছেন দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব, সময়মতো প্রশিক্ষণ শুরু না করা, মডিউল না দেয়া, প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিচ্ছন্ন না থাকা এবং হাতে কলমে শিখার ব্যবস্থা না থাকায় এবং অকেজো যন্ত্রপাতির কারনে শেখার প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে।

অন্যান্য

- ৩৮% উত্তরদাতা বলেছেন যুব কর্মসংস্থানের সেবা পেয়ে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ৭৫% উত্তরদাতা বলেছেন অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে, ৩৭% উত্তরদাতা বলেছেন ফলন বেড়েছে ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ৪৯% উত্তরদাতা বলেছেন করোনাকালীন অর্থনৈতিক সমস্যা হয়েছে, ৪৩% বলেছেন ব্যবসা/কর্মসংস্থান বন্ধ হয়েছে, ১৯% উত্তরদাতা বলেছেন আয় কমেছে, ২৬% উত্তরদাতা কোন মতামত দেননি।

সুপারিশমালা

সুপারিশমালা

- যুবদের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, কারিকুলাম অনুযায়ী এবং প্রয়োজনে হাতে কলমে শিখানোর উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি, অনৈতিক লেনদেন, বিভিন্ন মহলের সুপারিশ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রশিক্ষণের পর যুবকদের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করা এবং সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে জামানত ছাড়া বা ন্যূনতম জামানতে ঋণ প্রদান করা। যুব কর্মসংস্থানের জন্য সরকারি ঋণ সেবা/পরিমাণ বাড়ানো উচিত।
- প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে সকল যুব যেন প্রশিক্ষণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত হয়ে সাবলম্বী হতে পারে এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে।
- যুব উন্নয়নের বিভিন্ন প্রশিক্ষনের খবর গ্রামে গ্রামে মাইকিং, লিফলেট বিতরণ ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তৃণমুলে পেঁৗছানোর পদক্ষেপ গ্রহন করা। পাশাপাশি সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।
- উপজেলা পযার্য়ে যুব প্রশিক্ষণের ল্যাব স্থাপন করতে হবে। পাশাপাশি ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দরিদ্র, বেকার ও সুবিধাবঞ্চিত যুবদের বিশেষ করে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

ধন্যবাদ